

শেয়ার  
বেচা কেনার  
শরীহী প্রাথমিক

দুইতম বাবের উর্দূ আয়েতের আলোকে

শেয়ার বেচা কেনার শরীহী আয়েতের আলোকে • মূল্য : তুলী কেম্বরিজ প্রেস



দুইতম বাবের আলোকে

## ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বর্তমান যুগ অর্থনীতির (Economics) যুগ। বর্তমান বিশ্বে যেভাবে বাণিজ্যের স্রোত বইছে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় তা অনেক বেশী পতিশীল। সবখানে চলছে ব্যবসা বাণিজ্যের তীব্র প্রতিযোগিতা ও মাতামতি। এমন কি শিক্ষা ও রাজনীতিকেও মানুষ ব্যবসার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। সারা বিশ্বে যে যুদ্ধ বিগ্রহ চলছে, প্রতিটি দেশ প্রতিটি এলাকা ও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ইসলাম ও মুসলমানের দুর্শমনরা যেভাবে রণক্ষেত্র তৈরী করেছে, বোমা, মিসাইল মেরে যেভাবে ভূমি, মরুভূমি, পাহাড় জঙ্গল জ্বালিয়ে ভস্ম করেছে তার পিছনে বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে অর্থনীতির বিষয়টিও একটি অন্যতম বিষয়। বর্তমানে ব্যবসা বাণিজ্য সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের এক বিশাল

ফাঁদ। আর বর্তমান দ্রুতপতি সম্পন্ন অত্যাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবসা বা নিজেদের এ উদ্দেশ্যকে এত উঁচু অবস্থানে এনে দিয়েছে যে “চার দেয়ালে আবদ্ধ মৌলভী সাহেবশণ” তার কল্পনাও করতে পারেন না। মুনাফা অর্জন করে মাল জমা করে ধনকুবের হওয়ার স্বপ্ন আশ্রয় মানুষের মন মস্তিকে রীতিমত পাগলালী হয়ে ভর করেছে।

এসব দ্রুত লাভজনক ব্যবসার মধ্যে অন্যতম হল শেয়ার বেচা কেনা। এজন্য স্টক এক্সচেঞ্জ (Stock Exchange) নামে স্বতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। যেখানে বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার বেচা কেনা হয়। এক এ ব্যবসার জন্য প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব নীতিমালা রয়েছে সে অনুযায়ী শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।

এখানে আমরা এ বিষয়ে কিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পেশ করব, শরী দৃষ্টিকোণ হতে এ ব্যবসা কতটুকু দুরূহ বা সঠিক ?

প্রথমে আমরা কোম্পানী গুলোকে দু'ভাগে ভাগ করব :-

১. এসব কোম্পানী যেগুলোর মূল ব্যবসা شرعاً (শরী দৃষ্টিকোণ থেকে) হালাল।
২. এসব কোম্পানী যেগুলোর মূল ব্যবসা شرعاً (শরী দৃষ্টিকোণ থেকে) হারাম।

যেসব কোম্পানীর মূল ব্যবসা হারাম, যেমন: কোম্পানী সুদ, জুয়া, মদ ইত্যাদির ব্যবসা করে তাহলে شرعاً (শরী দৃষ্টিকোণ থেকে) এসব কোম্পানীর ব্যবসা হারাম ও জায়েজ নেই। এক এসব কোম্পানীতে বিনিয়োগ করা ও তার মুনাফা নেয়া জায়েজ নেই। ঠিক এমনিভাবে এসব কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা এক তার মুনাফা, প্রফিট বা ডিভিডেন্ড নেওয়া সবই নাজায়েজ এক হারাম।

এ ছাড়া অন্য যেসব কোম্পানীর মূল ব্যবসা شرعاً (শরী দৃষ্টিকোণ থেকে) হালাল যেমন: কার্গাসিউটিক্যাল্‌স কোম্পানী, জুতা,

টেক্সটাইল, ইত্যাদি সহ আরো যেসব মুবাহ্ ও হালাল ব্যবসার কোম্পানী রয়েছে, তাতে পুঁজি বিনিয়োগ করে তা হতে মুনাফা নেওয়া জায়েজ আছে, যেহেতু তাদের মূল ব্যবসা জায়েজ। ঠিক এমনি ভাবে এসব কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা এক তা হতে মুনাফা, প্রফিট বা ডিভিডেন্ড নেওয়া কিছু শর্ত সাপেক্ষে জায়েজ আছে এক তা অবশ্যই হালাল হবে।

আজ কাল স্টক মার্কেটে কোম্পানীর শেয়ার বেচা কেনার ক্ষেত্রে স্টক এক্সচেঞ্জের যে সব নীতিমালার অনুসরণ করা হচ্ছে ফেকাহ্ পবেষণার সামনে এসব নীতিমালার ব্যাপারে শরী দৃষ্টিভঙ্গি কী? তা নিয়ে নানা প্রশ্ন জাগছে। তাছাড়া এর সাথে সম্পৃক্ত ব্যবসায়ী মহল ও জনসাধারণের কাছ থেকে এ ব্যাপারে অনেক প্রশ্ন আসছে। তাই এখরনের বেচা কেনার ক্ষেত্রে যে সব কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছে তার স্পষ্ট জ্ঞান এক স্বচ্ছ ও বাস্তবমুখী ধারণা রাখা অত্যন্ত জরুরী।

একটি বিষয় মনে রাখা চাই, এখানে যেসব শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে আলোচনা করা হচ্ছে তা শুধু ঐ সব কোম্পানীর শেয়ারের ব্যাপারে প্রযোজ্য যাদের মূল ব্যবসা شرعا (শরীয়তের দৃষ্টিতে) হালাল এক কোম্পানীর উপর লেখা হাকিমুল উন্নত মাওলানা আশরাফ আলী খানবী (রহ:) ফতোয়া الفصص السن في حصص الكمبني এর বক্তব্যের ভিত্তিতে বোঝা যায় এসব কোম্পানীর শেয়ার বেচা কেনা জায়েজ।

প্রচলিত শেয়ার মার্কেটে যে সব নীতিমালার ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, সেগুলোর ব্যাপারে ফিক্হি দৃষ্টিকোণ থেকে যেহেতু কিছু সংশয় ও প্রশ্ন দেখা দেয় তাই কোন কোন আলেম স্পষ্টভাবে তা নাজায়েজ বলেন এক কেউ এটাকে শর্ত সাপেক্ষে জায়েজ বলেন। কিন্তু কিছু আলেম খোলাটে করে এমনভাবে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন, গভীর

ভাবে চিন্তা ও পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় তাদের মতামতও এ বিষয়টির ব্যাপারে নাজায়েজ হওয়ার দিকে। যার ফলে অনেক আহলে এলেম ও ব্যবসায়ী মহলে এ নিয়ে দ্বিধা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। যে কারণে তারা আমাদের কাছে অনেক প্রশ্ন পাঠাচ্ছেন এক এ বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও শরী দৃষ্টিকোণ থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানতে চাচ্ছেন।

সে জন্যে আমাদের প্রতিষ্ঠান মা'হাদুল ইকতিসাদ ওয়াল ফিকহিল ইসলামীর আওতাধীন পবেষণা বিভাগ “সুখীম রিসার্চ সেন্টার” চিন্তা ভাবনা করে এ বিষয়ে পবেষণার উদ্যোগ নেয় এক দূরদর্শী, নির্ভরযোগ্য এক এ ব্যবসার সার্বিক বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণাসম্পন্ন অভিজ্ঞ কতিপয় মুফতি সাহেবদের সমন্বয়ে একটি টিম গঠন করে। মুফতি সাহেবদের সমন্বয়ে গঠিত এ টিম স্টক মার্কেটে গিয়ে সেখানকার প্রধান ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তার সাথে এবিষয়ে দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাতে এ বিষয়ে পবেষণার জন্য সহায়ক অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। তাই “সুখীম রিসার্চ সেন্টার” Stock Exchange এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব নাসির উদ্দীন চৌধুরী ও তার সহকর্মীদের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ, সেই সাথে জনাব ইকবাল সাহেবের প্রতি, যিনি আমাদের কে এ পবেষণার ক্ষেত্রে অনেক সহযোগিতা করেছেন। তারপর এঁরা তাদের নির্দেশিকা ও নীতিমালা সংগ্রহ করে তার উপরও বিস্তর পবেষণা করেন। এছাড়া বিশ্বের অন্যতম ফিক্হি পবেষণা প্রতিষ্ঠান “জামিয়া দারুল উলুম করাচি” পাকিস্তানের দারুল ইফতা এবিষয়ে পবেষণার পর যে সিদ্ধান্ত পেশ করেছে তার উপর পবেষণা, আলোচনা পর্যালোচনা করে তা থেকেও অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তারপর সম্মিলিতভাবে পবেষণার জন্য “সুখীম রিসার্চ সেন্টার” এর মুফতি সাহেবদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যাতে সম্মিলিতভাবে পবেষণা ও পর্যালোচনা করার পর হালাল কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা

হয়। এসব পবেষণার পর গৃহীত সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত একটি কপি আপনাদের সামনে পেশ করা হল।

উল্লেখ্য যে কতিপয় আলোচনার পর হতে শেয়ার ব্যবসা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে যে সব বিক্ষিপ্ত বক্তব্য ও আপত্তি উত্থাপন করা হচ্ছে তার সঠিক উত্তর ও সমাধান শেষের দিকে উল্লেখ করা হবে। যাতে পাঠক ও শেয়ার ব্যবসায়ীগণ এ ব্যাপারে সঠিক ও স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে পারেন।

উল্লেখ্য যে, এখানে যা কিছু পেশ করা হচ্ছে তা দূরদর্শিতা ও বিবেকের দায়বোধ থেকে বিশ্বস্ততার সাথে পেশ করা হচ্ছে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাই কে সঠিক পথ দেখান !!

## শেয়ার ত্রয় বিক্রয়ের বিশ্লেষণ :

সমকালীন ফকীহগণের প্রায় সবাই এ কথায় একমত, যে সব কোম্পানীর সমস্ত লেনদেন শরীয়ত সম্মত এবং তার মধ্যে এসব কোম্পানীও অন্তর্ভুক্ত যারা সুদের ভিত্তিতে ঋণ নেয় না এবং পুঁজির অতিরিক্ত টাকা সুদি একাউন্টে জমাও রাখেনা তাহলে এসব কোম্পানীর শেয়ার কিনে নিজের কাছে রাখা এবং তা বেচা কেনা করা শরীয়তে কোন বাধা আপত্তি ছাড়াই জায়েয।

কিন্তু বর্তমান মার্কেটে এমন কোম্পানীর উপস্থিতি অনেক কম। অধিকাংশ কোম্পানীই এমন যারা কোন না কোন দিক দিয়ে শরীয়াহ বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত। যেমন মূল ব্যবসা হালাল হওয়া সত্ত্বেও ব্যবসায় স্বচ্ছলতা আনার জন্য সুদভিত্তিক ঋণ নেওয়া, পুঁজির অতিরিক্ত টাকা সুদি একাউন্টে জমা করে রাখা অথবা এ টাকা দিয়ে সুদ ভিত্তিক বন্ড বা এধরনের অন্য কিছু কিনে রাখা। বর্তমান পরিস্থিতিতে এসব কোম্পানীর বিষয়টি শরীয়াহ পবেষকদের কাছে আলোচ্য বিষয় হয়ে

দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে আলোচনার এক দলের মতামত হল এধরনের কোম্পানীর শেয়ার কেনা জায়েজ নেই যদিও এসব কোম্পানীর মূল ব্যবসা হালাল। তাদের দলিল হল, প্রত্যেক কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডার সে কোম্পানীর অংশীদার বা শরীক হয়ে থাকে। আর ফিকাহর দৃষ্টিতে এক শরীক অপর শরীকের وكيل (প্রতিনিধি) হয়ে থাকে, সে হিসাবে শেয়ার হোল্ডারদের শেয়ার জন্ম করার অর্থই হল কোম্পানীকে এ অধিকার দিয়ে দেওয়া যে কোম্পানী যেভাবে ভাল মনে করবে সেভাবে ব্যবসা পরিচালনা করবে। এখন যদি কোন শেয়ার হোল্ডারের একথা জানা থাকে যে কোম্পানীটি কোন শরীয়াহ বিরোধী কার্যকলাপের সাথে সম্পৃক্ত তার পরও যদি সে এ কোম্পানীর শেয়ার কেনে তাহলে তার অর্থ হল, সে কোম্পানীকে এই শরীয়াহ বিরোধী কাজ করার অনুমতি প্রদান করেছে। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তির গুধুমাত্র শরীয়াহ বিরোধী কাজে সম্মতি প্রকাশ করার গুনাহই হবেনা বরং শরীয়াহ বহির্ভূত এ সম্পূর্ণ কাজটির দায়ভার তার উপর বর্তাবে। তাছাড়া যখন কোন কোম্পানী সুদভিত্তিক বিনিয়োগ (Invest) করে তখন তার ব্যবসার পুঁজি নিরেট হালাল থাকেনা এবং কোম্পানী যখন ব্যাংকে টাকা রেখে তার থেকে সুদ নেয় তখন অবশ্যই তার আয়ের মধ্যে হারাম উপাদান চলে আসে যা Dividends এর মাধ্যমে শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বিন্টিত হয়।

কিন্তু সমকালীন অভিজ্ঞ ফিকাহবিদগণের একটি বড় অংশ তাদের এমতামতকে সঠিক বলে মনে করেন না। তাদের দলিল হল জয়েন্ট স্টক (Joint Stock Company) অন্যান্য সাধারণ পার্টনারশীপ (Partnership) ব্যবসা হতে ভিন্ন। সাধারণ ব্যবসার মাঝে ব্যবসার কৌশল নির্ধারণ সকল অংশীদারদের পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হয়ে থাকে এবং সকল শরীকই ব্যবসার কৌশল বা নীতি নির্ধারণে ভেটো অধিকার প্রয়োগ করে থাকেন। সে হিসাবে এসব কোম্পানী বা ব্যবসা

প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম কে সকল শেয়ার হোল্ডারের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে।

কিন্তু (Joint Stock Company) জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর বিষয়টি এর বিপরীত। এখানে ব্যবসার নীতি নির্ধারণ করা হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে। এসব কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডার বেশী হওয়ার কারণে সব শেয়ার হোল্ডারকে ভেটো অধিকার দেওয়া হয় না এবং একজন শেয়ার হোল্ডারের ব্যক্তিগত মতামত সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের সামনে প্রত্যাখ্যাত হয়। এজন্য কোম্পানীর সমস্ত কার্যকলাপ সকল শেয়ার হোল্ডারের দিকে সম্পৃক্ত করা যায় না। এখন যদি কোন শেয়ার হোল্ডার কোম্পানীর সাধারণ বার্ষিক সভা (A.G.M) এ কোম্পানীর কোন কাজের ব্যাপারে আপত্তি তোলে এবং তার এ আপত্তি বা মতামত সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের সামনে প্রত্যাখ্যাত হয় তাহলে এ শেয়ার হোল্ডারের ব্যাপারে এ কথা বলা ঠিক হবে না যে সে ব্যক্তিগত ভাবে কোম্পানীকে সে কাজের অনুমতি দিয়েছে। বিশেষভাবে সে কোম্পানীর এ খাতের আয় হতে বাঁচারও অধিকার রাখে।

সুতরাং কোন কোম্পানী যদি হালাল ব্যবসা করে আর তার অতিরিক্ত পুঁজি ব্যাংকে জমা করে সুদ নেয় এতে কোম্পানীটির পুরো ব্যবসা নাজায়েজ হবে না এবং কোন শেয়ার হোল্ডার যদি এ উদ্দেশ্যে শেয়ার কিনে যে, সে কোম্পানীর শরীয়াহ বহির্ভূত কাজের বিরোধিতা করবে এবং Dividends বা মুনাফার যতটুকু আয় হারাম খাত হতে এসেছে তা সে গ্রহণ করবেনা, তাহলে এই শেয়ার হোল্ডারের ব্যাপারে এ কথা কি করে বলা যায় যে, সে সুদের লেনদেন করতে কোম্পানীকে অনুমতি দিয়েছে? এবং এ কাজকে তার দিকে কি করে সম্পৃক্ত করা হবে? তেমনি এসব কোম্পানীর আরেকটি বিষয় হচ্ছে, কোম্পানীর সুদভিত্তিক ঋণ নেয়া। এখানেও পূর্বের মূলনীতি প্রযোজ্য হবে। সুতরাং কোন শেয়ার

হোন্ডার যদি আন্তরিকভাবে এ ধরনের সুদি ঋণ নেওয়ার ব্যাপারে একমত না হয় কিছু সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের কারণে তার কথা প্রত্যাখ্যাত হয় তাহলে এ সুদি ঋণের দায়ভার তার উপর বর্তাবে না।

সুদের ভিত্তিতে ঋণ নেওয়া যদিও মারাত্মক গুনাহ এক আশ্রেরাতে এর জবাবদিহি করতে হবে কিছু এ গুনাহর কারণে ঋণ গ্রহীতার পুরো ব্যবসা হারান এক নাজায়েজ হবে না। ঋণ নেওয়ার পর যেহেতু সে টাকাটা ঋণ গ্রহীতার মালিকানায় চলে আসে এক মৌলিকভাবে এ টাকা হারানও নয়, তাই সে এ টাকা দিয়ে যে জিনিস বা পণ্য কিনবে তা হারান হবে না। এ জন্য সুদ ভিত্তিক ঋণ নেওয়ার দায়ভার সে ব্যক্তির উপরই আসবে যে ইচ্ছাকৃত ভাবে এর সাথে সম্পৃক্ত হয়। কিন্তু এতে কোম্পানীর সমস্ত ব্যবসা নাজায়েজ হবে না।

তাছাড়া “সুখীম রিসার্চ সেন্টার” এর পবেষক দল স্টক এক্সচেঞ্জ এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা করে যে তথ্য সংগ্রহ করেছে তা থেকে বোঝা যায় কোম্পানী তার নিজ সম্পত্তির (Assets) এক চতুর্থাংশ বা তৃতীয়াংশ শেয়ার মার্কেটে ছাড়তে পারে, যাতে ব্যাংক লোন অর্ন্তভুক্ত থাকেনা, যদি বাস্তবে এমন হয় তাহলে তো শেয়ারের ভ্যালুর পিছনে সুদ ভিত্তিক ঋণের কোন অংশই থাকেনা।

### শেয়ার বেচা কেনার শর্তসমূহ:

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে কোম্পানী সমূহের শেয়ার বেচা কেনা করা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য।

১. কোম্পানীর মূল ব্যবসা শরীয়াহ বিরোধী হতে পারবে না, তাই যেসব কোম্পানী সুদের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে যেমন : ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী ইত্যাদি এসব কোম্পানীর শেয়ার বেচা কেনা করা জায়েজ হবে না। তেমনিভাবে যেসব কোম্পানী নাজায়েজ ব্যবসা করে যেমন : মদ তৈরী, শুকরের পোশত বিক্রি বা অস্বীল কোন জিনিসের ব্যবসা করা।
২. যেসব কোম্পানীর মূল ব্যবসা হালাল যেমন: অটোমোবাইল, টেক্সটাইল ইত্যাদি কিন্তু কোম্পানী তার অতিরিক্ত পুঁজি বা টাকা সুদি একাউন্টে জমা করে মুণাফা নেয় অথবা সুদ ভিত্তিক ঋণ নেয় এসব কোম্পানীর শেয়ার কিনলে শেয়ার হোন্ডারের জন্য আবশ্যিক হল, সে কোম্পানীর এসব কার্যকলাপের ব্যাপারে তার অসম্মতির কথা প্রকাশ করবে। এর সর্বোত্তম পন্থা হল কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভায় কোম্পানীর এসব শরীয়াহ বিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদ করবে।
৩. কোম্পানীর আয়ের মধ্যে কোন ভাবে যদি সুদের টাকা চলে আসে এবং তা কোম্পানীর ঘোষিত মুনাফা বা ডিভিডেন্ডের ভিতর বণ্টিত হয় তাহলে শেয়ার হোন্ডার তা নিজে ব্যবহার না করে সওয়ালের নিয়ত ছাড়া সদকা করে দিবে। যেমন কোন কোম্পানীর শতকরা পাঁচ ভাগ হারান খাত হতে আয় হল তাহলে অর্জিত মুনাফা বা ডিভিডেন্ড হতে শতকরা পাঁচভাগ সে সওয়ালের নিয়ত ছাড়া সদকা করে দিবে।
৪. কোন কোম্পানীর শেয়ার লেনদেন করার জন্য শর্ত হল সে কোম্পানী Liquid assets এক Fixed assets উভয় ধরনের সম্পত্তির মালিক হতে হবে। কোম্পানীর সকল Assets বা সম্পত্তি যদি Liquid অর্থাৎ শুধু টাকা হয় তখন এসব

কোম্পানীর শেয়ার Face Value অর্থাৎ অবিহিত মূল্যই বিক্রি করা যাবে, Face Value থেকে কমবেশি করা যাবে না। তার কারণ শেয়ারগুলো তখন শুধু টাকার প্রতিনিধিত্ব করবে, আর টাকার বিনিময়ে টাকা শুধুমাত্র সমান সমান করেই বিক্রি করা যায়।

কোন কোম্পানীর শেয়ার Face Value হতে কমবেশি করে বিক্রি করা জায়েজ হওয়ার জন্য তার Fixed assets কতটুকু থাকতে হবে তা নিয়ে সমকালীন আলেমদের মাঝে মতভেদ আছে। কোন কোন আলেম বলেন তা মোট সম্পত্তির কমপক্ষে ৫১% ভাগ হতে হবে। তাদের দলিল হল যদি কোম্পানীর Fixed assets ৫১% ভাগের কম হয় তখন তার সমস্ত সম্পদ তরল সম্পদ Liquid assets বা Current assets হিসাবে গণ্য করা হবে। তার কারণ ফিকাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল :

للأكثر حكم الكل

“সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সমস্তের হকুম আরোপিত হয়”

আবার কোন কোন আলেমদের মতামত হল: কোন কোম্পানীর Fixed assets ৩১% হলেই তার শেয়ার লেনদেন করা যাবে। তৃতীয় দলের মতামত যা ফিকাহে হানাফির মূলনীতির উপর নির্ভরশীল। এ বিষয়ে ফিকাহে হানাফির মূলনীতি হল যদি সম্পত্তি Liquid এবং Fixed assets এর সমষ্টি হয় তাহলে Liquid assets এর পরিমাণ কত তা লক্ষ না করেই বেচা কেনা করা জায়েজ হবে। কিন্তু এ নীতিমালার জন্য দুটি শর্ত আছে, তা হল:

১. উল্লেখযোগ্য পরিমাণে Fixed assets থাকতে হবে। যদিও তার নির্দিষ্ট পরিমাণ জানা না থাকে।
২. শেয়ারের ফেসভ্যালু অবশ্যই Current assets (যতটুকু প্রতি শেয়ারের পিছনে রয়েছে) তার মূল্য হতে বেশী হতে হবে।

এসব শর্তের সাথে শেয়ার বেচা কেনা করা জায়েজ আছে।

(সূত্র : গাইরেক্সুদি ব্যাংকারী, কতুমায়ে শামী ৭:৫২৮, হিদায়া)

তবে স্টক মার্কেটে যে নীতিমালার ভিত্তিতে Trade চলে তার মাঝে নিম্নোক্ত বিষয় আরো গভীরভাবে দেখা দরকার এবং Trading এর ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলোর প্রতি খুব খেয়াল রাখা দরকার। এজন্য এসব বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা নিয়ে পেশ করা হল, আর সে বিষয়গুলো হচ্ছে:

১. Day trading (ডে ট্রেডিং)
২. Future sale (ফিউচার সেল)

## ডে ট্রেডিং (Day trading):

Day trading হল : একই দিনে কোন ব্যক্তি শেয়ার কিনে সে দিনই তা আবার অন্য কারো কাছে বিক্রি করে দেওয়া। Day trading ট্রেডিং Spot Transaction বা Spot Sale এর ভিতরও হয় আবার Forward Sale এর ভিতরও হয়। প্রথমে আমরা Spot Transaction বা Spot sale এ Day trading নিয়ে আলোচনা করব।

## স্পট সেল (Spot Sale):

Spot Trading এর নিয়ম হল, যখন কোন ব্যক্তি কোন কোম্পানীর শেয়ার কেনে তখন এই ত্রয় বিক্রয়ের বিবরণ তাৎক্ষণিক ভাবে KAT তে নথিভুক্ত হয়, যা স্টক একচেঞ্জের সকল বেচাকেনাকে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করে। মূলত স্টক একচেঞ্জ ক্রেতা বিক্রোতা উভয়ের লেনদেনের একটি নিশ্চয়তা বা নিরাপত্তা প্রদান করে। এ ধরণের ত্রয় বিক্রয়কে Spot Sale বলে। আর এ নিয়মে বিক্রিত প্রতিটি শেয়ার এর ক্ষেত্রেই ক্রেতা কমপক্ষে তিন দিন পর তার মূল্য পরিশোধ করে আর বিক্রোতা শেয়ার ডেলিভারি দিয়ে থাকে। শেয়ার বিক্রির ক্ষেত্রে ডেলিভারির অর্থ হল : বিক্রোতা যে কোম্পানীর শেয়ার বিক্রি করেছে সে কোম্পানীতে তার নাম পরিবর্তন হয়ে নতুন ক্রেতার নাম নিবন্ধিত হওয়া।

ফিকহি দৃষ্টিকোণ হতে এখানে গবেষণার বিষয় হল : কেউ যদি কোন জিনিস কেনে তখন শরীহতের দৃষ্টিতে সে জিনিসটিকে আগে قبضة (করায়তু) করা জরুরী, করায়তু করার পরই জিনিসটি আবার অন্যত্র বিক্রি করা জায়েজ হবে, এর আগে তা বিক্রি করা জায়েজ নেই। শেয়ার বেচা কেনার ক্ষেত্রে প্রচলিত অবস্থা হল শেয়ার বিক্রির তিন দিন পর ডেলিভারি হয়, এখন প্রশ্ন হচ্ছে শেয়ার কেনা ও ডেলিভারির মাঝে যে তিন দিন সময় থাকে এর ভিতর কোন ক্রেতা তার কোন শেয়ার অন্যত্র বিক্রি করতে পারবে কি ?

যদি ডেলিভারিকে শরীহী দৃষ্টিকোণ হতে قبضة (করায়তু) হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাহলে ডেলিভারির আগে বিক্রি করলে তাকে بيع قبل

القبض (করায়তুর আগে বিক্রয়) বলা হবে। কিন্তু আরেকটি বিষয় হল মূলত ডেলিভারিকে শরীহী কবজা (করায়তু) বলা হয়না বরং কোম্পানীতে বিক্রোতার নাম পরিবর্তন করে নতুন ক্রেতার নাম নিবন্ধন করাকে ডেলিভারি বলে। তবে এর ভিতর লাভ লোকসানের যে সম্পর্ক তা মূলত সে ক্রেতার উপরই বর্তায়। অর্থাৎ কেনা এবং ডেলিভারির মাঝখানে যদি কোন লোকসান হয় তাহলে ক্রেতার তা মেনে নিতে হবে আর কোম্পানীর লাভ হলেও তা সে ক্রেতাই পাবে।

একটি কথা স্পষ্টভাবে জানা দরকার যে, শেয়ারের ত্রয় বিক্রয়ের অর্থ হল حصص مشاع (অর্থাৎ অবিভাজ্য অংশ) এর ত্রয় বিক্রয়। সে হিসাবে এটা بيع المشاع (বিভাজন অযোগ্য সম্পদের ত্রয় বিক্রয়)। আর بيع المشاع এর মধ্যে حسی قبضه (প্রত্যক্ষ ভাবে করায়তু) করা সম্ভব হয় না। অপর দিকে بيع قبل القبض (করায়তু করার আগে বিক্রয়) করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার (علت) কারণ হল : যখন পর্যন্ত ক্রেতা পণ্যটি কবজা না করবে বা অন্ততপক্ষে বিক্রোতা হতে Risk দায়ভার না নিবে ততক্ষণ পর্যন্ত পণ্যটি বিক্রোতার অধীনেই থেকে যাবে। অর্থাৎ এ অবস্থায় (বিক্রোতার হাতে থাকাকালীন) যদি পণ্যটি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে বিক্রয় চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং যদি قبضة (করায়তুর আগে বিক্রোতা পণ্যটি অন্য কারো কাছে বিক্রি করে দেয় পরবর্তীতে দেখা গেল পণ্যটি আসল বিক্রোতার হাতে থাকাকালীন নষ্ট হয়ে গেল তখন তো প্রথম বিক্রয় চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে আর সে সূত্র ধরে দ্বিতীয় বিক্রয় চুক্তিটিও বাতিল হয়ে যাবে। এ হিসাবে দেখা যাচ্ছে প্রথম হতেই দ্বিতীয় বিক্রয় চুক্তিটিতে غرر انفساخ (খোঁকা বা অনিশ্চয়তা) বিদ্যমান। আর এ غرر (অনিশ্চয়তার) কারণেই بيع قبل القبض শরীহতে নিষিদ্ধ।



আল্লাহা কাসানী রহঃ بيع قبل القبض (করায়ত্বের পূর্বে দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ) হওয়ার কারণটি এভাবেই বর্ণনা করেন :-

“ولأنه بيع فيه غرر الانفساخ هلاك العقود عليه، لأنه

إذا هلك العقود عليه قبل القبض يبطل البيع الأول، فيفسخ

الثاني“

بيع قبل القبض (করায়ত্বের পূর্বে বিক্রি) নিষিদ্ধ হওয়ার এর থেকেও স্পষ্ট আরেকটি কারণ হল ربح مالم يضمن (দায়ভার গ্রহণ করার পূর্বেই মুনাফা অর্জন করা)। কেননা কবজার আগে পণ্যের ضمان দায়ভার ক্ষেত্রের উপর আসেনা। বিধায় যদি ক্ষেত্র কবজার আগে পণ্যটি বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করে তাহলেই এটা ربح مالم يضمن হবে। আর নিম্নোক্ত হাদিসগুলোতে ربح مالم يضمن এর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

“لايجل سلف وبيع ولاشرطان في بيع، ولا ربح مالم تضمن“

জামে তিরমিজিতে ও হাদিসটি নিম্নোক্ত বাক্যে বর্ণিত হয়েছে :

“هي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع،

وعن شرطين في بيع وعن ربح مالم يضمن“

এই হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মোল্লা আলী কুরী রহঃ লিখেন :

“يريد به الربح الحاصل من بيع ما اشتراه قبل ان يقضه

ويقتل من ضمان البائع الى ضمانه، فان بيعه فاسد، في شرح

السنة: قيل: معناه ان الربح في كل شيء اثم لايجل ان لو كان

الخسر ان عليه، فان لم يكن الخسران عليه كالبيع قبل القبض  
اذتلف فان ضمانه على البائع“

আল্লাহা ত্বীবি রহঃ বলেন :

“وربح مالم يضمن، يريد به الحاصل من بيع ما اشتراه

قبل أن يقضه وينتقل من ضمان البائع الى ضمانه، فان بيعه

فاسد.“

আল্লাহা সিক্কি রহঃ বলেন :

“(وربح مالم يضمن) هو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل ان

ينتقل من ضمان البائع الأول الى ضمانه بالقبض“

হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহরানপুরী রহঃ লিখেন:

“ولا ربح مالم يضمن، أى لايجل ربح شيء لم يدخل في

ضمانه وهو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل ان ينتقل عن ضمان

البائع الأول الى ضمانه بالقبض.“

মোট কথা হল: কোন জিনিস بيع قبل القبض (করায়ত্বের পূর্বে বিক্রয়) নাজাজেজ হওয়ার কারণ হল, কবজার পূর্বে কোন জিনিস ক্ষেত্রের দায়িত্বে আসেনা, আর তখন যদি জিনিসটি বিক্রি করে তা থেকে মুনাফা অর্জন করা হয় তখনই এতে ربح مالم يضمن (দায়ভার গ্রহণ করার পূর্বেই মুনাফা অর্জন করা) হয়। “বাদায়ুস সানায়ে” এর গ্রন্থাকার লিখেছেন : কবজার আগে যদি কোন পণ্য বিক্রি করা হয় আর পণ্যটি নষ্ট হয়ে যায়

তাহলে জিনিসটি বিক্রতার দায়িত্বে থাকার কারণে বিক্রয় চুক্তিটি বাতিল হবে। এ সূত্রধরে দ্বিতীয় বিক্রয় চুক্তিটিও বাতিল হবে, সে হিসেবে দ্বিতীয় বিক্রয় চুক্তিটিতে শুরু হতেই ধোঁকা বা অনিশ্চয়তা পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কবজা (করায়তু) ছাড়া যদি শুধুমাত্র تخليه (Risk স্থানান্তরিত হওয়া) এর মাধ্যমে পণ্যের দায়ভার ক্রেতার কাছে চলে আসে, তখন যেহেতু ربح مالم يضمن (দায়ভার গ্রহণ করার পূর্বেই মুনাফা অর্জন) হওয়ার আশঙ্কা থাকেনা এবং غرر انفساخ (ধোঁকা বা অনিশ্চয়তা) এর আশঙ্কাও থাকেনা তাই ক্রেতার জন্য পণ্যটি অন্যত্র বিক্রি করা জায়েজ আছে। আর এ জন্যই ফুকাহায়ে কেরাম تخليه (Risk স্থানান্তরিত হওয়া) কে কবজার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ফতোয়া আলমগীরিতে লিখা আছে :

"وَأَحْمَعُوا عَلَى أَنْ التَّخْلِيَةَ فِي الْبَيْعِ الْحَائِزِ تَكُونُ قَبْضًا  
وَفِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ رَوَاتَيْنِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا قَبْضٌ رَجُلٌ بَاعَ غَلًا  
فِي دَنْ فِي بَيْتِهِ فَحَلَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي فَخْتَمَ الْمُشْتَرِي عَلَى  
الدَّنِّ وَتَرَكَهُ فِي بَيْتِ الْبَائِعِ فَهَلْكَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَهْلِكُ مِنْ مَالِ  
الْمُشْتَرِي فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى" <sup>১</sup>

এবার দেখা যাক مشاع (অর্থাৎ অবিভাজ্য) বিষয়ে কিভাবে কবজা পাওয়া যায়: ফকিহগণ এর উত্তরে একথাই বলেন যে, مشاع

(৯) فتاوى عالمگیری ج: ٣، ص: ١٦٠، كتاب البيوع، باب: ٤، فصل: ٢.

(অবিভাজ্য) জিনিসে قبضة (করায়তু) এবং تسليم (অর্পণ) تخليه (Risk স্থানান্তর হওয়া) এর দ্বারাই হয়ে থাকে। আলোচনা সারাংশী রহ: اجارة المشاع (যা ইমাম আবু হানিফা রহ: নিকট জায়েজ নাই) এর মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

"وهذا بخلاف البيع، لأن التسليم هناك بالتخلية يتم  
وذلك في الجزء الشائع يتم."

হেদায়া গ্রন্থকারও পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে এভাবে বলেছেন :

"ولأبي حنيفة أنه أحرما لا يقدر على تسليمه  
فلا يجوز، وهذا لأن تسليم المشاع وحده لا يتصور، والتخلية  
اعتبرت تسليمًا لوقوعه تمكينًا، وهو الفعل الذي يحصل به  
التمكين، ولا يمكن في المشاع، بخلاف البيع لحصول التمكين فيه"

এর অর্থ হচ্ছে ইজারার মধ্যে মূল উদ্দেশ্য হয় জিনিস বা পণ্য হতে উপকৃত হওয়া, মালিকানা নয়, আর শুধুমাত্র تخليه (Risk স্থানান্তর) এর মাধ্যমে উপকার লাভ করা সম্ভব না, তাই اجارة المشاع এর ভিতর শুধু মাত্র এটা যথেষ্ট না। কিন্তু বিক্রির মাঝে এর বিপরীত, কারণ সেখানে মূল উদ্দেশ্য হল মালিকানা স্বত্ব, আর تخليه এর দ্বারা তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, বিধায় এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এটাই যথেষ্ট।

এ বিষয়টিই কুটে উঠছে ইনামা গ্রন্থকারের কথায়, তিনি বলেন:

(২) ميسوط السرخسى ج: ١٥٠، ص: ١٤٦، كتاب الاجارة

"بخلاف البيع فان المقصود به ليس الانتفاع، بل الرقبة،  
ولهذا جاز بيع الجحش فكان التمكن بالتخلية فيه حاصلًا."

এ বিষয়টিই কিফায়্যা গ্রহকার আরো স্পষ্ট করে লিখেন :-

"ان التخلية اعتبرت تسليمًا إذا كان تمكينًا من الانتفاع،  
وإنما يكون تمكينًا إذا حصل بما التمكن ، والتمكين لا يحصل به  
فلم يعتبر فعله تمكينًا بخلاف البيع، لحصول التمكن ثمة من البيع  
والاعتاق وغير ذلك." ۳

উপরে কিফায়্যা গ্রহকারের ইবারতে চিহ্নিত অংশ হতে একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে مشاع (অবিভাজ্য) এর মধ্যে حسی قبضه (প্রত্যক্ষ করায়ত) এর স্থলাভিষিক্ত তখলিহ হতে পারে এক এর দ্বারা কেতা তার জিনিসে تصرف (হস্তক্ষেপ) করা জায়েজ হবে। এ হিসেবে সে জিনিসটি আবার অন্যত্র বিক্রিও করতে পারবে।

আল্লামা তুওরী রহ: তাকমিলায়ে বাহরুর রায়েক গ্রহে এ দুটি বিষয়ে হেদায়্যা গ্রহকার ও এনায়্যা গ্রহকারের মত করেই পার্থক্য করেছেন।

উপরের দীর্ঘ আলোচনা হতে এ কথাই স্পষ্ট হয়েছে : কোন তখলিহ বা অবিভাজ্য জিনিসে প্রত্যক্ষভাবে কবজা সম্ভব না হলেও তখলিহ (Risk এর স্থানান্তর) এর মাধ্যমে সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়। এ

(۱) فتح القدير مع العناية والكفاية ج: ۸ ص: ۴۱ و ۴۲ باب الاحارة الفاسدة

ভিত্তিতে কেতার জন্য শেয়ার এর মধ্যেও وتمكين (Risk এর স্থানান্তর) এর পরে তা অন্যত্র বিক্রি করা জায়েজ হবে।

এবার দেখার বিষয় হল শেয়ার বেচা কেনার মাঝে কখন তখলিহ ও পাওয়া যায় :

স্টক মার্কেটের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বর্গের সাথে আলোচনা করে বোঝা যায় যে শেয়ার বিক্রি করার সাথে সাথে এর দায়ভার কেতার উপর চলে আসে। (এ হিসাবে যদি সে শেয়ারটি অন্যত্র বিক্রি করে তাহলে ربح ما لم يضمن হবেনা) কিন্তু স্টক একচেঞ্জের নীতিমালা দেখার পর বোঝা যাচ্ছে, মূলত ডেলিভারির আগে শরয়ী কবজা হয় না , যার দলিল নিম্নে উল্লেখ করা হল :-

(১) ফিকাহ শাজ্জে এ কথায় সবাই একমত যে قبض كل شئ بحسبه অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিসের কবজা তার অবস্থা অনুযায়ী হয়ে থাকে। একারণে প্রচলন (عرف) হিসাবে তা ভিন্ন হয়। আর শেয়ার বাজারের প্রচলন হিসাবে শেয়ার বেচা কেনা করার সময় তাৎক্ষণিক ভাবে যে দায়ভার স্থানান্তরিত এটাকে قبضة (করায়ত) বলা হয় না বরং তিন দিন পর যে ডেলিভারি হয় তাকেই قبضة (করায়ত) বলা হয়। সে হিসাবে শেয়ারের কবজা হল ডেলিভারি। অর্থাৎ ডেলিভারিকেই এখানে কবজা বলা হবে।

(২) স্টক একচেঞ্জে بيع مالا يملك الانسان (Short Sale) এর রেওয়াজ আছে। আমরা যখন বিভিন্ন দেশের স্টক মার্কেট পর্যবেক্ষণ করি তখন আমাদের বলা হয় Spot Trading G Short Sale এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু নীতিমালা দেখে বোঝা যায় এক সেসব স্টক মার্কেটের চেয়ারম্যান ও এ বিষয়টির সত্যায়ন করেছেন যে মূলত যে জিনিসটি নিষেধ করা হয়েছে তা হল (Blank Sale) ব্লান্ক সেল। অর্থাৎ

এমন বিক্রয় যেখানে বিক্রেতার হাতে কোন শেয়ার নেই এবং সে শেয়ার কেনার জন্য কোথাও ঋণ ইত্যাদি নেওয়ার ব্যাপারে চুক্তিও করে নাই।

কিন্তু Spot Trading এ Short Sale কে এ শর্তের সাথে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে যে বিক্রেতা ক্রেতাকে বলে দিবে যে আমি শর্ট সেল করছি এবং শেয়ার ডেলিভারী করার জন্য ঋণ নেওয়ার ব্যাপারে চুক্তিও করেছি। এতে বুঝা যায় Spot Trading এর সম্ভাবনা আছে। আর যদি আইনগত কারণে Short Sale নিষিদ্ধও হয় তার পরও তো এ কথার নিশ্চয়তা নেই যে সে আইনের খেলাফ কাজ করবে না।

এখন কথা হল, কেউ যদি Short Sale করে অর্থাৎ তার মালিকানায় কোন শেয়ার নেই তার পরও সে বিক্রি করছে তাহলে এখানে শুধু بيع مالاملك হওয়ার কারণে বিক্রয় চুক্তিটি বাতিল হবে। এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে Short Sale এর মধ্যেও শেয়ার বিক্রি করার সাথে শেয়ার এর দায় দায়িত্ব ক্রেতার হাতে চলে আসে, অথচ দেখা যাচ্ছে এখানে তো শেয়ার বিক্রেতার হাতেই আসেনি। এতে বুঝা গেল বিক্রির সাথে সাথে যে Risk ক্রেতার কাছে চলে আসে এটাকে শরীআহকাম দৃষ্টিকোণ হতে কবজা বা করায়ত্ব বলা যাবে না, যেভাবে Short Sale এ শরীআহকাম দৃষ্টিকোণ হতে কবজা হওয়ার কল্পনাই করা যায় না সেখানে تخلیه و تمكين (Risk এর স্থানান্তর) কি করে منتقل হবে?

(৩) কেনার সাথে সাথে যে Risk বা দায়ভার বিক্রেতার দায়িত্বে চলে আসে এটা শরীআহকাম দৃষ্টিকোণ থেকে কবজা নয় এর আরেকটি প্রমাণ হল, স্টক একচেজে যে ফরওয়ার্ড সেল হয় সেখানেও দেখা যায় কেনার সাথে সাথেই Risk বিক্রেতার কাছে চলে আসে শুধু মাত্র কোম্পানীর রেকর্ড এ লিপিবদ্ধ হতে Spot Sale এর তুলনায় কিছু দিন সময় বেশী লাগে,

অথচ ফরওয়ার্ড সেলে Short Sale কখনো কখনো অনেক বেশী হয়ে থাকে। এতে প্রমাণ হচ্ছে যে কেনার সাথে সাথে যে দায়ভার ক্রেতার কাছে আসে শরীআহকাম দৃষ্টিকোণ হতে এটাকে কবজা বলা যাবে না। এসব আলোচনার দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হল যে স্টক একচেজে সাধারণত যে বেচাকেনা চলে তাতে তাত্ক্ষণিক ভাবে ক্রেতার দায়িত্বে যে দায়ভার চলে আসে এটা মূলত ক্রেতা বিক্রেতার লেনদেনকে চূড়ান্ত করার একটা নিশ্চয়তা মাত্র, যাতে বিক্রেতা শেয়ার ডেলিভারি আর ক্রেতা তার মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য থাকে।

এক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতা দুজনের মধ্যে বিক্রেতা যদি শেয়ার ডেলিভারি না দেয় বা ক্রেতা তার মূল্য পরিশোধ না করে তখন বাজার হতে শেয়ার কিনার (Sale Out) ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হবে তা অপর জন দিতে বাধ্য থাকে।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে শরীআহকাম স্পষ্ট হুকুম হল যে :- ক্রেতার কাছে শেয়ার ডেলিভারী হওয়ার আগে তা বিক্রি করা জায়েজ নেই। সুতরাং বিক্রেতা যদি Short Sale করে অর্থাৎ শেয়ার হাতে আসার আগেই বিক্রি করে দেয় তাহলে এ বেচা কেনা বাতিল হবে অর্থাৎ بيع باطل হবে।

আর যদি শেয়ার বিক্রেতার হাতে Available থাকে এবং বিক্রয়ের সকল নীতিমালা মেনে বেচা কেনা করা হয় তাহলে সে বেচা কেনা জায়েজ হবে।

সুতরাং একজন বিক্রেতার জন্য তখনই তার শেয়ার বিক্রি করা জায়েজ হবে যখন শেয়ারগুলো ডেলিভারি হয়ে তার হাতে আসবে বা Available হবে। আর বর্তমান বাজারে যে ডে ট্রেডিং হয় তাতে শেয়ার হাতে আসার আগে বিক্রি করা হয় বিধায় এ ধরনের ডে ট্রেডিং করা জায়েজ নেই।

## ফিউচার সেল (Future Sale):

উল্লিখিত আলোচনা ছিল Ready Contracts বা Spot Trading এর ব্যাপারে। Spot Sale এ যে নীতিমালার অনুসরণ করতে হবে এ সব নীতিমালা Future এবং Forward Sales এর মধ্যে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ ডেলিভারির আগে শেয়ার বিক্রি করা জায়েজ হবেনা। অনেক সময় দেখা যায় Spot Sale থেকে Future Sale এ Short Sale কখনো কখনো বেশী হয়ে থাকে। শুধু পার্থক্য হল Spot Sale এ যে পরিমাণ কঠোরতা বা দায়বদ্ধতা থাকে Future Sale এ ততটা থাকেনা।

বিভিন্ন দেশের স্টক একচেঞ্জ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, অনেকের ধারণা যে Spot Sale এ যেমন সাথে সাথে Risk চলে আসে ঠিক Future Sale এও তা সাথে সাথে চলে আসে। শুধু পার্থক্য হল Spot Sale এ ডেলিভারি তাড়াতাড়ি হয় আর Future Sale এ ডেলিভারি বিলম্ব করে হয়।

কিন্তু এ কথা দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে এখানে সাধারণত যে দায়ভার স্থানান্তরিত হওয়ার কথা বলা হচ্ছে তা মূলত শরয়ী দৃষ্টিকোণ হতে قبضة (করায়ত্ত) না বরং এ দায়ভার স্থানান্তরিত হওয়ার অর্থ হল ডেলিভারির আগে শেয়ারের মূল্য নেমে যাক বা বৃদ্ধি পাক সব অবস্থাতে দ্রেতাকে কেনার সময় যে মূল্য ছিল তাই পরিশোধ করতে হবে।

এ অবস্থায় ফিউচার সেল বা ফরওয়ার্ড সেল করার হুকুম নিম্নরূপ :

(১) যদি বিদ্রোতার মালিকানায কোন Share না থাকে অথচ সে Short Sale বা Blank Sale করছে তাহলে এটা بيع مالا يملك (অর্থাৎ মালিকান সত্ত্ব প্রতিষ্ঠার আগে কোন জিনিস বিক্রি করা) এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে এ বিক্রয় চুক্তিটি বাতিল হবে অর্থাৎ بيع باطل হবে।

(২) যদি বিদ্রোতার হাতে শেয়ার থাকে এবং সে শেয়ার এর ডেলিভারিও নিয়ে নেয় এমতাবস্থায় যদি সে এমন চুক্তির মাধ্যমে শেয়ারগুলো বিক্রি করে যে, বোচা কেনার Offer আর Accept (ইজাব ও কবুল) এখনই হয়ে যাবে কিন্তু তা কার্যকর করা হবে আপাতী কোন দিনে বা তারিখে, এ ধরনের বিক্রয় চুক্তি مضاف الى المستقبل (বিক্রি কে ভবিষ্যতে কোন দিনের সাথে সম্পৃক্ত করা) এর কারণে নাজায়েজ হবে।

(৩) যদি বিদ্রোতার হাতে শেয়ার থাকে এবং সে তার ডেলিভারিও পেয়েছে তারপর সে এগুলো বিক্রি করছে এবং বিক্রয় চুক্তিটি আজই কার্যকর করা হবে; কিন্তু বিক্রয় চুক্তিটিতে এভাবে শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, শেয়ারের মূল্য পরে পরিশোধ করা হবে, আর শেয়ার এর মূল্য পরিশোধ করার আগ পর্যন্ত বিদ্রোতা শেয়ার ডেলিভারি দিবে না, নিজের কাছে রাখবে, এ ধরনের বিক্রয়চুক্তি জায়েজ হবে না। তার কারণ এটা بيع مؤجل আর بيع مؤجل এর মধ্যে মূল্য পরিশোধ করার আগ পর্যন্ত পণ্য নিজের কাছে রাখা অর্থাৎ حبس المبيع لاستيفاء الثمن জায়েজ নাই।

এ বিষয়ে ফতোয়ায় আলমপীরিতে বলা হয়েছে :

"قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: للبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن اذا كان حالاً كذا في المحيط، وان كان موجلاً فليس للبائع أن يحبس المبيع قبل حلول الأجل ولا بعده، كذا في المبسوط."<sup>13</sup>

(৪) যদি এমন শেয়ার বিক্রি করে যে শেয়ার তার হাতে আছে এবং সে তার ডেলিভারিও পেয়েছে এবং বিক্রয় চুক্তিটি এভাবে করা হয়েছে যে, বিক্রয় চুক্তিটি আজই কার্যকর করা হবে এবং বিক্রয় শেয়ারও ডেলিভারি দিবে, মূল্য নশদ না দিয়ে পরে পরিশোধ করা হবে, কিন্তু এ শেয়ারগুলো বিক্রয়তার নাম থেকে নতুন ক্রেতার নামে পরিবর্তন হয়ে আসার পর তা আবার বিক্রয়তার কাছে বাকী মূল্যের বিনিময়ে জামানত রাখবে, তাহলে এ ধরনের বিক্রয় চুক্তি জায়েজ আছে।

আল্লামা আলাউদ্দিন হাসকানী রহঃ আদুররুল মুখতার গ্রন্থে বলেন :

"ولو كان ذلك الشيء الذي قال له المشتري: أمسكه، هو المبيع الذي اشتراه بعينه لو بعد قبضه، لأنه حينئذ يصلح أن يكون رهناً بثمنه، ولو قبله لا يكون رهناً، لأنه محبوس بالثمن"

আল্লামা শামী রহঃ তার এ কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন :

(১৩) فتاوى عالمگیری ج: ۳ ص: ۱۵، باب: ۴ من كتاب البيوع

"قوله: لأنه حينئذ يصلح ..... أى لتعيين ملكه فيه، حتى لو هلك يهلك على المشتري، ولا يفسخ العقد قوله لأنه محبوس بالثمن" أى وضمنان الرهن، فلا يكون مضموناً بضمنين مختلفين....."<sup>14</sup>

এখানে তিন নং অবস্থা ও চার নং অবস্থার পার্থক্য ও আল্লামা ইবনে আবেদিন রহঃ এর কথাতে স্পষ্ট বুঝা যায়।

তাছাড়া এর আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা আল্লামা তুফি উসমানী দা: এর কিতাব بحوث في قضايا فقهيه معاصره এর মধ্যে সুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

(৫) যদি বিক্রয়তা এমন শেয়ার বিক্রি করে যা তার কাছে আছে এবং তার একাউন্টে শেয়ারগুলো ম্যাক্রডও হয়েছে, ক্রেতা ও বিক্রয়তা মূলত শেয়ারগুলো এখন বিক্রি করছেন। শুধুমাত্র তার নির্দিষ্ট একটা মূল্য নির্ধারণ করে এ কথার উপর ওয়াদাবদ্ধ হচ্ছে যে আপানী এত তারিখে এ শেয়ারগুলো এই মূল্যে কিনব বা বিক্রি করব। মূলত এখানে বিক্রয় চুক্তি পূর্ণ হয় না, এ ধরনের বিক্রয় চুক্তির ব্যাপারে সমকালীন উলামায়ে কেরানের বড় এক জামাত যাতে ফিকাহ একাডেমী জিদ্দাও অন্তর্ভুক্ত এ ধরনের (ওঁদে মলুম) অত্যাৱশ্যকীয় চুক্তিকে বিক্রয় চুক্তি হিসাবে গণ্য করে নাজায়েজ বলেন। আর যে সব ফুকাহায়ে কেরান কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন (بيع بالوفاء) এর মাঝে ওঁদে মলুম কে জায়েজ বলেন তারাও

(১৪) ردالمحتار، كتاب الرهن ج: ۶ ص: ۴۹۷

বিষয়টি حجة عامة (অর্থাৎ সর্ব সাধারণের জন্য অতি প্রয়োজনীয়) হওয়ার শর্তে জায়েজ বলেন।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে (অর্থাৎ শেয়ার বেচা কেনার ক্ষেত্রে) বিষয়টি حجة عامة এর আওতায় আসেনা কারণ এধরনের বেচা কেনা না করলে বড় কোন ক্ষতি হবে না, তবে বিষয়টি শুধু স্টক মার্কেটে জুয়ার দরজা বন্ধ করার জন্য জরুরী মনে করা হয়। এ হিসাবে এ ধরনের অঙ্গিকার চুক্তি وعده غير ملزم (অত্যাবশ্যকীয় ওয়াদার) শামিল, বিধায় যদি দ্বৈতা বিদ্বৈতা উভয়ে মিলে وعده غير ملزم (অনত্যাবশ্যকীয় অঙ্গিকার) বা Non Blinding Promise হিসাবে চুক্তি করে তাহলে জায়েজ হবে। এমতাবস্থায় দ্বৈতা বা বিদ্বৈতা হতে কেউ যদি তার ওয়াদা বা অঙ্গিকার পূর্ণ না করে তাহলে ديانة পোনাহগার হবে। কিন্তু আইন গত দিক দিয়ে তাকে অঙ্গিকার পূরণে বাধ্য করা যাবে না।

### কিছু সন্দেহ ও তার ইলনি পর্যালোচনা :

কোন কোন মহল থেকে স্টক মার্কেটে হালাল কোম্পানীর শেয়ার বেচা কেনার ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন ও আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। আর এসব প্রশ্ন ও আপত্তির উপর ভিত্তি করে শেয়ার বেচা কেনা কে নাজায়েজ বলা হচ্ছে। ..... কিন্তু পূর্বে লিখিত আমাদের গবেষণা মতে যেহেতু কিছু শর্ত সাপেক্ষে হালাল কোম্পানীর শেয়ার বেচা কেনা কে জায়েজ বলা হয়েছে, তাই আমরা এসব প্রশ্ন ও আপত্তিগুলো কে পর্যালোচনা করে দেখেছি। নিচে আমরা সেসব পর্যালোচনা ও উত্থাপিত

প্রশ্নগুলোর সদুত্তর পাঠকের সামনে পেশ করতে চাচ্ছি। যাতে আমাদের গবেষণার উপর যারা আত্মবিশ্বাস রাখেন তাদের মনের সন্দেহ দূর হয়ে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যায়।

প্রথমে আমরা এসব প্রশ্ন ও আপত্তিগুলোকে উল্লেখ করব তারপর সেগুলোর উপর পর্যালোচনা ও উত্তর প্রদান করব। ইনশাআল্লাহ।

উত্থাপিত প্রশ্ন ও আপত্তিগুলো সংক্ষেপে ধারাবাহিকভাবে নিচে উল্লেখ করা হল:

১. স্টক মার্কেটে আই পি ও হোক বা সেকেন্ডারি হোক এসব শেয়ার যে নীতিমালার ভিত্তিতে বেচা কেনা হয় তা “ঝুঁকিপূর্ণ”, বিধায় এ ব্যবসা জায়েজ নেই।
২. কিছু কিছু ফুকাহায়ে কেরাম শেয়ার বেচা কেনা যে সব শর্তের সাথে জায়েজ বলেন সে সব শর্ত নিতান্তই দুর্বল বা সেগুলো এক্ষেত্রে পাওয়াই যায় না, এ জন্য এ ব্যবসা জায়েজ নেই।
৩. কোম্পানী সুদভিত্তিক ঋণ নিয়ে ব্যবসা করে সে হিসাবে তাদের শেয়ার কিনে ব্যবসায় অংশগ্রহণ করা মানে সুদি ব্যবসায় অংশ গ্রহণ করার সমতুল্য। এজন্য এ ব্যবসা জায়েজ নেই।
৪. শেয়ারের মূল্য Face value হতে কমবেশ হওয়ার পিছনে কোম্পানী বা তার ব্যবসায় কোন ভূমিকা নেই। স্বতন্ত্রভাবে স্টক একচেঞ্জ কমিশন মার্জিন লোন বা এ ধরনের অন্যান্য কৃত্রিম পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দাম কমবেশ করে বাজারকে প্রভাবিত করে। কোম্পানীর মূল ব্যবসা বা Assets এর সাথে এসব শেয়ারের কোন সম্পর্ক নেই। এজন্যে এ ব্যবসা নাজায়েজ।

৫. পুঁজি বাজারের মাধ্যমে পুঁজিবাদী বা পুঁজিপতিদের মাল ও ধন সম্পদকে সংরক্ষণ করা হয়, অপরদিকে সাধারণ ও ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়, এজন্য এ ব্যবসা নাজায়েজ।
৬. ফিক্‌হি দৃষ্টিকোণ হতে এ ব্যবসাকে সরাসরি জুয়া বলা না হলেও তার গতি ও গন্তব্য সে দিকেই। কারণ এখানে শুধু কোম্পানীর নামই ব্যবহার করা হচ্ছে কিন্তু কারবার চলছে মূলত টাকা পরস্পর নিয়ে। এজন্য ফিকাহর মূলনীতি سد الذرائع (কোন জিনিসের সূত্রপাত ঘটান আপেই তা বন্ধ করা) এর ভিত্তিতে এর রাস্তা বন্ধ করা উচিত, তাই এ ব্যবসাকে নাজায়েজ বলা হবে।
৭. শেয়ার হোল্ডারদের পক্ষ থেকে যদি কোম্পানীর দায়িত্বশীলদের কে সুদভিত্তিক ঋণ নেওয়ার অনুমতি না দেওয়া হয় তারপরও موكل বা কোম্পানীর দায়িত্বশীলরা এ আদেশ অমান্য করে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী সুদভিত্তিক ঋণ নেয় তখন যদিও এ রকম ব্যবসা করা জায়েজ কিন্তু তারপরও এক্ষেত্রে জায়েজ হবে না। কারণ এমন মুয়ামালা মাকরুহাতের ভিতর চলতে পারে কিন্তু সুদের মত হারামের মাঝে চলতে পারেনা।
৮. কিছু হিলা (حيلة) গ্রহণ করার মাধ্যমে যদিও এ ব্যবসাকে জায়েজ বলা যায় কিন্তু اضطرارى حالت (একান্ত অপারগ অবস্থা) ছাড়া হিলা গ্রহণ করা জায়েজ নেই। আর শেয়ার ব্যবসার মাঝে যেহেতু এমন কোন বাধ্যবাধকতা বা অপারগতা নেই তাই এখানে কোন হিলা গ্রহণ করা জায়েজ হবে না।
৯. শেয়ার ব্যবসায় Capital Gain হয় আর এটা শুধুমাত্র সম্ভাবনা ও অনুমানের উপর নির্ভরশীল, তাই এ ব্যবসা জায়েজ নেই।

১০. একটি আপত্তি এটিও, কোন শেয়ারের ফেইস ভ্যালু ১০/= টাকা উদাহরণ স্বরূপ এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াল ৩০০/= টাকা, আর কোন ব্যক্তি সে মুহূর্তে ৩০০/= টাকা দিয়েই শেয়ারটি কিনল পরে সে শেয়ারের মূল্য কমে আবার Face value বা তার কাছাকাছি চলে এল, এতে ৩০০/= টাকার ত্রেতা বড় ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত হল আর এ ক্ষতিটাই জুয়ার মত, বিধায় এ ব্যবসা নাজায়েজ।

এ হল ঐসব আপত্তি বা প্রশ্ন যার উপর ভিত্তি করে জায়েজ ও হালাল কোম্পানীর শেয়ার বেচা কেনাকে এক কথায় লিখিত ও মৌখিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ, সন্দেহযুক্ত, জুয়া, নাজায়েজ ইত্যাদি বলা হচ্ছে।

উল্লিখিত প্রশ্ন ও আপত্তি সমূহের ধারাবাহিক উত্তর দেওয়ার আগে পাঠককে ভূমিকা স্বরূপ দুটি কথা বলে রাখা উচিত মনে করি।

যে সমস্ত মাসয়াল্লা বা বিষয় স্পষ্ট ভাবে কোরআন হাদিসে বর্ণিত এবং তার সাথে অন্য কোন বিষয়ের বিরোধ নেই (منصوص غير متعارض) তাতে মতানৈক্য করার অধিকার কারো নেই। তার বিপরীতে ফিকাহর শাখাপত মাসয়াল্লাতে মতানৈক্যের ময়দান অনেক প্রশস্ত। একারণেই ফিকাহর এই বিশাল জগতে অধিকাংশ মাসয়াল্লা এমন যাতে কোন না কোন দিক দিয়ে সন্দেহ, প্রশ্ন, আপত্তি আছেই। তাই বলে কি ফিকাহর এ বিশাল জগৎ কে প্রত্যাখ্যান করা হবে বা বাতিল বলা হবে? না! কখনো কোন আহলে এলেম বা জ্ঞানী ব্যক্তিই এ কথাকে সমর্থন করবেন না। বরং এ ক্ষেত্রে সমাধানের মূলনীতি হল : দেখতে হবে ভিন্ন ভিন্ন মতামতগুলোর মধ্যে راجح ( অর্থাৎ প্রণিধানযোগ্য অভিমত) কোনটি? এবং مرجوح (অর্থাৎ অপ্রণিধানযোগ্য অভিমত) কোনটি? যা মাসয়াল্লার দলিল, তার উপর উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর, তার বাস্তব অবস্থা, সময়ের চাহিদা ও



তার সাথে মানুষের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির মত প্রনিধানযোগ্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে প্রাধান্য পেয়ে থাকে। আর এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে সমকালীন অভিজ্ঞ ফিকিহ বা ফিকাহ্ গবেষণা যখন কোন মতকে প্রাধান্য দেন তখন সবার জন্য তা গ্রহণ করা আবশ্যিক এবং ফতোয়া ও সমাধান সে মত অনুযায়ীই দিতে হবে।

এ মূলনীতিকে সামনে রেখে উল্লিখিত অবাস্তব আপত্তি বা প্রশ্নগুলোকে যদি আমরা অল্প সময়ের জন্যও সঠিক মনে নিই তারপরও এসব কথা বিশ্বের ফিকাহবিদগণের কাছে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য সঠিক গবেষণা বা তাহকিকের সামনে প্রত্যাখ্যাত হিসাবে গণ্য হবে, অর্থাৎ এসব আপত্তি বা মতামতের বিপরীতে প্রনিধানযোগ্য ও সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মতামতটি মনে নিতে আর কোন আপত্তি ও সংশয় প্রকাশ করা কিছুতেই ঠিক হবে না।

তাকওয়া ও পরহেজপারীর বিষয়ে যতদূর বলা যায়, এতে কারো দ্বিমত নেই। কেউ যদি সন্দেহযুক্ত কোন বিষয় হতে বাঁচতে চায় তাহলে এটা উত্তম। সুতরাং কারো যদি শেয়ার বেচা কেনা জায়েজ ও নাজায়েজের বিষয়ে সন্দেহ থাকে তাহলে সে তাকওয়া ও সতর্কতা হিসাবে শেয়ার ব্যবসা বর্জন করে এর চেয়ে উত্তম রাস্তা অবলম্বন করতে পারে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি হালাল রিজিক তালাশ করছে কোন কারণে এ ব্যবসা ছাড়া অন্য কোন হালাল ব্যবসা করতে পারছেন না তাছাড়া বাস্তবতাও এমন যে, বর্তমান সময়ে শরীয়তের নিয়মনীতির উপর অটল থেকে হালাল কোন ব্যবসা বাণিজ্য করার কথা মুখে বলা যত সহজ কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তা অনেক কঠিন। এ পরিস্থিতিতে যদি কোন ব্যক্তি শেয়ার ব্যবসা কে নিজেই জন্য সহজ মনে করে এবং এ খাতে পুঁজি বিনিয়োগ করা নিজেই অর্থ সম্পদের জন্য নিরাপদ মনে করে, তখন তাকে এ

ব্যবসা হতে বিরত রাখা বা এ ব্যবসা করতে নিষেধ করা, এ বিষয়টি ফিকাহি দৃষ্টিকোণ হতে মোটেও বোধগম্য নয়।

### উত্থাপিত প্রশ্ন সমূহের উত্তর :

উল্লিখিত প্রশ্ন সমূহের উত্তর ক্রমানুসারে নিম্নে দেওয়া হল:

১. হালাল কোম্পানীর শেয়ার বেচা কেনার ব্যাপারে পূর্বে আমরা যেসব শর্ত ও নিয়মনীতি উল্লেখ করেছি সেসব নিয়ম অনুযায়ী শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করলে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তাতে কোন “ঝুঁকি” থাকেনা, বর্তমান মার্কেটে এসব নিয়মকানুন মেনে চলা তেমন কঠিনও না। তাই কেউ যদি এ ব্যবসায় আসতে চায় তার জন্য উচিত হল এসব শর্ত ও নিয়মনীতি ভাল করে পড়ে বুঝে তারপর সে অনুযায়ী শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করা। তার পরও যদি কেউ এতে অবহেলা করে তাহলে সে দায়িত্ব তার নিজের। এতে তো মুফতির কোন অবহেলা নেই এবং এতে মুফতির কি দোষ ?

২. এসব শর্ত বা তার ভিত্তি মোটেও দুর্বল নয় বরং খুবই মজবুত যা পূর্বে শর্ত সমূহের বিস্তারিত আলোচনা হতেই বোঝা যায়। তার পর যদি কোন ক্ষেত্র সে অনুযায়ী কাজ না করে তাহলে ক্ষেত্রটি নিজেই তার দায়ভার বহন করবে।

৩. কোন কোম্পানী যদি সুদের ভিত্তিতে ব্যবসা করে সে ক্ষেত্রে হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী খানভী রহঃ A.G.M.এ তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা বা ডাইরেক্টর বরাবর মেইল বা চিঠি প্রেরণ করাকেই যথেষ্ট বলেছেন। আমাদের গবেষণা অনুযায়ী ফিকাহি দৃষ্টিকোণ থেকে এ কথাটি তখন যতটুকু মর্যাদাপূর্ণ বা ভারী ছিল আজও তা ফিকাহি দৃষ্টিকোণ

থেকে ততটুকু মর্যাদাপূর্ণ ও ওজনদার আছে। তাছাড়া একজন সাধারণ শেয়ার হোল্ডারের জন্য এর থেকে বেশী কিছু করার অধিকার থাকেনা। তারপরও যদি আপনি বলেন যে এতে সুদি ব্যবসায় সহযোগিতা করা হচ্ছে তাই এ সব কোম্পানীর শেয়ার বেচা কেনা করা নাজায়েজ হবে, তাহলে আপনার নিকট আমার প্রশ্ন হল: যে কারণে ঔষধ কোম্পানীর শেয়ার বেচা কেনা নাজায়েজ বলা হচ্ছে সে কারণে তো এসব ঔষধ কোম্পানীর ঔষধ কেনা ও ব্যবহার করাও নাজায়েজ বলতে হবে। কেননা এসব কোম্পানীর পণ্য ত্রয় করাতেও তো সুদি ব্যবসায় সহযোগিতা হচ্ছে। আমি তো বলব শেয়ার বেচা কেনার দ্বারা এ কোম্পানীর যতটুকু সহযোগিতা হয় তার ঔষধ কিনলে তার থেকে আরো কয়েকগুণ বেশী সহযোগিতা হয়, বিষয়টি খুবই স্পষ্ট। তার কারণ এ কোম্পানীর শেয়ার বিক্রি না হলেও সে কোম্পানী বন্ধ হবেনা, টিকে থাকবে, কিন্তু বাজারে এ কোম্পানীর পণ্য না চললে সে কোম্পানী টিকে থাকতে পারবেনা। এতে বুঝা গেল শেয়ার কেনা আর না কেনার উপর কোন কোম্পানীর অস্তিত্ব টিকে থাকা নির্ভর করেনা কিন্তু পণ্য বেচা কেনার উপর তার অস্তিত্ব টিকে থাকা না থাকা নির্ভর করে। সে হিসাবে শেয়ার কেনার থেকে পণ্য কেনায় সহযোগিতা আরো বেশী হয়।

অথচ এ ধরনের অন্যান্য কোম্পানী যারা সুদভিত্তিক ঋণ নেয় এবং তাদের হালাল ও জায়েজ পণ্য বাজারে বিক্রি হচ্ছে, তাদের পণ্য কিনলে সুদি লেনদেনে সহযোগিতা হবে, তাই এসব পণ্য কিনা জায়েজ নেই, এ ধরনের ফতোয়া কি কোন দারুল ইফতা প্রকাশ করেছে?

৪. শেয়ারের মূল্য কমবেশী হওয়ার পিছনে কোম্পানীর Assets এর কোন সম্পর্ক নেই একথা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্যই Assets এর সাথে এর সম্পর্ক আছে। মার্জিন লোন বা অন্যান্য যেসব কৃত্রিম উপায়ে মূল্যবৃদ্ধি করে বাজারকে প্রভাবিত করা যদিও তা ঠিক নয়

কিন্তু যতক্ষণ কোম্পানীর Assets থাকবে ততক্ষণ আমরা মূল্যের উঠানামাকে কোম্পানীর Assets এর সাথে সম্পৃক্ত করব। আর Assets এর কারণে মূল্য উঠানামা করাকে নাজায়েজ বলা যাবে না। তাছাড়া রাজনৈতিক অবস্থা, নৌসূনী অবস্থা, ডিমান্ড-সাপ্লাই ইত্যাদির ভিত্তিতে যে মূল্য উঠানামা করে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এতে কোন সমস্যা নেই। তার কারণ মার্কেটে যেসব শেয়ার বেচা কেনা হচ্ছে এগুলো Liquid এবং Fixed assets এর সমষ্টির একটি অংশ, শুধু মাত্র টাকা নয়, সুতরাং এসব শেয়ারও অন্যান্য সাধারণ জিনিসের মত। আর অন্যান্য সাধারণ পণ্য যেভাবে কমবেশী করে বা লাভ লোকসানে বিক্রি করা যায় তেমনি এসব শেয়ারও এভাবে বেচা কেনা করা যাবে।

৫. যদি কেউ হালাল ভাবে ব্যবসা করে কোটিপতি হয় তখন এ ধরনের কোটিপতি বা পুঁজিপতিদের পুঁজিকে সংরক্ষণ বা হেফাজত করাতে কি কোন সমস্যা আছে? আর সাধারণ মানুষ বেশি মুনাফা পাওয়ার ব্যাপারে যতদূর বলা যায় পূর্ণ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থাতেই একমাত্র তা করা সম্ভব। আর এটা এখন রাজনৈতিক বিষয়। বর্তমানে রাজনৈতিক প্রভাব ছাড়া ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রণয়ন করার কথা কল্পনা করা পাহাড় কেটে দুধের নহর প্রবাহিত করার মত। তাই বলে বর্তমানে যতটুকুই হালাল ভাবে হচ্ছে তাকে তো নাজায়েজ বলা যাবেনা।

৬. শেয়ার বেচা কেনার ব্যাপারে আমরা যে আলোচনা পেশ করেছি তা থেকে বোঝা যায় এ ব্যবসা জুয়া না। ভবিষ্যতে যদি কখনো এটা জুয়াতে পরিণত হবে তখন তাকে নাজায়েজ বলা হবে। তার আগে سد الذرائع (কোন জিনিসের সূত্রপাত ঘটান আগেই তা বন্ধ করা) নীতির ভিত্তিতে এখনই তা নাজায়েজ বলা সম্পূর্ণ ফিকহি নীতিমালা বহির্ভূত কাজ। এক এসব বিষয়ে এমন সিদ্ধান্ত দেয়া কি কখনো বিচক্ষণতা বা দূরদর্শিতার পরিচয় হতে পারে?

৭. পূর্বে আমরা যেসব শর্ত ও নীতিমালা উল্লেখ করেছি সে অনুযায়ী যদি কেউ শেয়ার ব্যবসা করে তাহলে তা সুদের ব্যবসা হবে না এবং মাকরুহও হবে না; বিধায় এখানে এসব কথাও চলবেনা।

৮. পূর্বে আমাদের উল্লিখিত পরবেষণা ও শর্ত অনুযায়ী এ ব্যবসা হালাল। এতে হিলা বা তার কোন অস্তিত্বও নেই। সুতরাং কল্পনাশূন্য হিলার কথা বলে তার উপর ভিত্তি করে এ ব্যবসাকে নাজায়েজ বলা কখনো ঠিক হবেনা।

৯. Capital gain নাজায়েজ হওয়ার ব্যাপারে যে কথা বলা হয়ে থাকে যে, এর মূল হল সম্ভাবনা ও অনুমান ভিত্তিক, যাকে speculation বলা হয়, আর এ speculation নাজায়েজ, সে হিসাবে capital gain ও নাজায়েজ। অথচ এ কথাটি একেবারেই ভুল। কারণ হল speculation হচ্ছে কোন জিনিসের ব্যাপারে অনুমান করা যে কোন জিনিসের দাম কমছে আর কোনটির দাম বাড়ছে? যেটার দাম কমছে তা বিক্রি করে দেওয়া আর যেটার দাম বাড়বে সেটা রেখে দেওয়া। মূলত এমনটি করা নিষেধ না। আর এমনটিতো সকল ব্যবসার মধ্যেই হয়ে থাকে। সুতরাং এর উপর ভিত্তি করে Capital gain কে নাজায়েজ বলা কিছুতেই ঠিক হবে না।

১০. এধরণের ক্ষতিকে জুয়া বলা ঠিক না। কেননা এমন লাভ লোকসানের সম্ভাবনা সকল ব্যবসাতেই আছে এবং ব্যবসায়ীরা এ কথা মাথায় রেখেই এপথে পা বাড়ায়। আর শেয়ার ব্যবসাতেও এমনটা হওয়া অস্বাভাবিক কোন কিছু না, সুতরাং এর উপর ভিত্তি করে এই ব্যবসা কে জুয়া বলা ঠিক না। والله أعلم بالصواب